The 27th Convocation

Independent University, Bangladesh (IUB)

TEACHETH MAN THAT WHICH HE KNEW NOT
IUB
INDEPENDENT UNIVERSITY, BANGLADESH

10 November 2026

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৫ কার্তিক ১৪৩৩
১০ নভেম্বর ২০২৬



ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর ২৭তম সমাবর্তন উপলক্ষে নবীন স্নাতক, তাঁদের অভিভাবক, সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ভূমিকা অপরিসীম। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চশিক্ষাকে সময়োপযোগী, গবেষণানির্ভর ও কর্মমুখী করা অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল সনদ প্রদানের প্রতিষ্ঠান নয়, এটি মুক্তবুদ্ধি, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন এবং মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার প্রধান কেন্দ্র।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মেধা, সৃজনশীলতা ও কর্মস্পৃহাই আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি। আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে নিজস্ব ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সততা, মানবিকতা, সহনশীলতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা ধারণ করে দেশ ও মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আজকের নবীন স্নাতকদের প্রতি আমার আহ্বান—অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে ব্যক্তিগত সাফল্যের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজে লাগান। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের যোগ্য, দক্ষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলুন।

সমাবর্তন শিক্ষাজীবনের একটি আনন্দময় ও স্মরণীয় সমাপ্তি এবং বৃহত্তর কর্মজগতে প্রবেশের নতুন সূচনা। আপনারা দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাই জ্ঞান, দক্ষতা, সততা ও দায়িত্ববোধের সমন্বয়ে জাতীয় প্রত্যাশা পূরণ এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের যোগ্য করে গড়ে দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখবেন—এটাই প্রত্যাশা।

আমি বিশ্বাস করি, আইইউবি উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

আমি আইইউবি-এর ২৭তম সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য ও নবীন স্নাতকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ কার্তিক ১৪৩৩
১০ নভেম্বর ২০২৬



১০ নভেম্বর ২০২৬ ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর ২৭তম সমাবর্তন। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীর মেধা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রত্যেক নাগরিক নিজের মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার এবং এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।

এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার শিক্ষাকে কেবল সনদ অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। সরকার দক্ষতাভিত্তিক, কর্মমুখী ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। একই সঙ্গে তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনের অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে।

বিশ্বজুড়ে প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ, আমাদের সামনে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে শিক্ষার্থীদের শুধু চাকরির জন্য প্রস্তুত হলেই চলবে না। বরং নতুন ধারণা, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষক, উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনারা এমন এক সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, যখন বাংলাদেশের সামনে নতুন সম্ভাবনা ও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদেরও। আপনাদের মেধা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টাই আগামী দিনের বাংলাদেশকে এগিয়ে নেবে। আমি বিশ্বাস করি, সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে নিজেদের যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে পারলে ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি দেশ ও সমাজের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন স্নাতক, তাঁদের অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তারেক রহমান

ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর ২৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, স্নাতক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এজন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে উচ্চশিক্ষায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এর কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশা করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হচ্ছে দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করে গড়ে তোলা। আধুনিক প্রযুক্তি ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম সংস্কার, মানসম্মত গবেষণার প্রসার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। আমি বিশ্বাস করি, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ এই লক্ষ্য অর্জনে আন্তরিকভাবে কাজ করবে।

স্নাতকদের উদ্দেশ্যে আমি বলব: আজ তোমাদের শিক্ষার সমাপ্তি নয়, বরং দেশ ও জাতির জন্য অবদান রাখার যাত্রার সূচনা। তোমাদের জানকে শুধু নিজের জীবিকা ও সাফল্য অর্জনের জন্য নয়, বরং অন্যদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের সেবায় নিয়োজিত করতে ব্যবহার করতে হবে।

বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক শিক্ষার একটি কেন্দ্রে পরিণত করার সম্ভাবনাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। এ জন্য বিদেশে অবস্থানরত মেধাবী শিক্ষক ও গবেষকদের দেশে ফিরিয়ে আনা এবং তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। আমি আশা করি, আইইউবি মানসম্মত শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দক্ষ ও দায়িত্বশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলায় তাদের অবদান অব্যাহত রাখবে।

নবীন স্নাতকদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং আইইউবির ২৭তম সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন এমপি

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২৫ কার্তিক ১৪৩৩
১০ নভেম্বর ২০২৬



ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর ২৭তম সমাবর্তন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, তাঁদের অভিভাবক, সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায়তনিক অর্জনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে স্নাতকদের প্রতি রইল আমার বিশেষ শুভকামনা।

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই অগ্রযাত্রাকে টেকসই ও অর্থবহ করতে এখন প্রয়োজন শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা, গবেষণার উৎকর্ষ সাধন এবং জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক মানবসম্পদ গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পাঠদান ও ডিগ্রি প্রদানের প্রতিষ্ঠান নয়; এটি নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীলতার বিকাশ, উদ্ভাবন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক সমস্যার কার্যকর সমাধান অনুসন্ধানের কেন্দ্র। তাই উচ্চশিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়ন, মানবিক মূল্যবোধ এবং বৈশ্বিক অগ্রগতির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, গবেষণা ও উদ্ভাবনের পরিবেশ সম্প্রসারণ, একাডেমিক সততা, সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক মান অর্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্যতা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশের ভিত্তিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি গবেষণার মান, নৈতিকতা ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উৎকর্ষ নির্ভর করে তার শিক্ষার মান, দক্ষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, শক্তিশালী গবেষণা-পরিবেশ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন এবং শিল্প ও কর্মজগতের সঙ্গে কার্যকর সংযোগের ওপর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাস্তবতার এই সময়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি বিশ্লেষণী চিন্তা, সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ, নেতৃত্ব ও অভিযোজনের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠনে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

আজকের স্নাতকেরাই আগামী দিনের নেতৃত্ব দেবেন—গবেষণাগারে, কর্মক্ষেত্রে, উদ্যোক্তা উদ্যোগে, প্রশাসনে এবং সমাজের নানা ক্ষেত্রে। তাঁদের প্রতি আমার আহ্বান, অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে সততা, মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে কাজে লাগাবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য বা পেশাগত প্রতিষ্ঠায় নয়; বরং অর্জিত জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ এবং দেশের টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখার মধ্যেই এর পূর্ণতা।

আমি প্রত্যাশা করি, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ মানসম্মত শিক্ষা, মৌলিক ও প্রয়োগমুখী গবেষণা, উদ্ভাবন, একাডেমিক সততা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাবে।

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ২৭তম সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। স্নাতকদের আগামী দিনের পথচলা হোক জ্ঞান, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণের প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল।

প্রফেসর ড. মামুন আহমেদ
চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ



ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ২৭তম সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী স্নাতক, অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এই অর্জন আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও দীর্ঘ পথচলার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থকতা শুধু শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা সমাজে কতটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারছে, তার মধ্যেও নিহিত। সেই বিশ্বাস থেকেই আমরা আইইউবিকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছি, যেখানে শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও সামাজিক দায়বদ্ধতা একে অপরের পরিপূরক।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ নিত্য নতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবন, কর্মক্ষেত্র ও অর্থনীতিকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই যথেষ্ট নয়; পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা অর্জনও সমান জরুরি। প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে একটি জাতির মূল্যায়ন হয় তার প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও গবেষণার ভিত্তির উপর। চীন, ভিয়েতনাম ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো যে পথে এগিয়েছে সেই পথেই আমাদেরও অগ্রসর হতে হবে। এজন্য প্রয়োজন উদ্যোক্তা মনোভাব, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, শিল্পখাতের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করার প্রস্তুতি।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ ছাড়া কোনো উদ্ভাবনই প্রকৃত অর্থে সফল হতে পারে না। আমাদের শিক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং সমাজের বাস্তব সমস্যার টেকসই সমাধান খুঁজে বের করা।

নবীন স্নাতকদের প্রতি আমার আহ্বান, তোমরা বড় স্বপ্ন দেখবে, নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং প্রচলিত চিন্তার সীমা অতিক্রম করার সাহস রাখবে। একই সঙ্গে তোমাদের জ্ঞান ও সাফল্য যেন বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে কাজে আসে, সেদিকে সচেতন থাকবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, আইইউবি আগামী দিনগুলোতে উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে আরও এগিয়ে যাবে। আইইউবির ২৭তম সমাবর্তনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য এবং সকল স্নাতকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

দিদার এ হোসেইন

চেয়ারম্যান
এডুকেশন, সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট



ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ২৭তম সমাবর্তন উপলক্ষে আমি নবীন স্নাতক, তাঁদের অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এই আনন্দঘন মুহূর্তে মহান আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি।

শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এডুকেশন, সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে আইইউবির যাত্রা শুরু হয়েছিল। আমাদের প্রত্যাশা ছিল, এই প্রতিষ্ঠানটি কেবল উচ্চশিক্ষার সুযোগই সম্প্রসারণ করবে না, বরং জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আজকের এই সমাবর্তন সেই দীর্ঘ পথচলার একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।

শিল্প-সাহিত্য মানুষের জীবন, সমাজ ও মনোজগৎকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে শেখায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। আর নৈতিক শিক্ষা আমাদের সেই জ্ঞান ও সক্ষমতাকে সঠিক পথে কাজে লাগানোর প্রেরণা দেয়। আমি বিশ্বাস করি, একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থায় এসবের সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি উপলব্ধি করেছি, সততা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম এবং মানুষের আস্থা অর্জন ছাড়া কোনো সাফল্যই স্থায়ী হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশাগত জীবন কিংবা সমাজসেবা – সর্বক্ষেত্রেই ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ ও মানুষের প্রতি সম্মান অপরিহার্য। ইসলামের শিক্ষাও আমাদের জ্ঞান অর্জন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্নাতকদের প্রতি আমার আহ্বান, তোমরা জীবনে যত বড় সাফল্যই অর্জন করো না কেন, বিনয়, সততা ও মানবিকতা থেকে কখনো বিচ্যুত হবে না। তোমাদের শিক্ষা যেন পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজে আসে। আমি আশা করি, আইইউবি আগামী দিনেও জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিক উৎকর্ষের সমন্বয়ে যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

মহান আল্লাহর কাছে সবার কল্যাণ, সাফল্য ও সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি। আইইউবির ২৭তম সমাবর্তন সফল হোক।

মোহাম্মদ জাকারিয়া খান

উপাচার্য
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ



ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের ২৭তম সমাবর্তন উপলক্ষে স্নাতক, অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। প্রতিটি সমাবর্তন শিক্ষার্থীদের অর্জন উদ্‌যাপনের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ পথচলা নিয়ে ভাবারও একটি বিশেষ উপলক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম সার্থকতা হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের জটিল সমস্যা চিহ্নিত করা, বিশ্লেষণ করা এবং তার কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার সক্ষমতা অর্জন। জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি নিরাপত্তা, পরিবেশগত বিপর্যয় কিংবা প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন অনুসন্ধিৎসা, সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং বিভিন্ন শাখার জ্ঞানকে সমন্বিতভাবে কাজে লাগানোর দক্ষতা।

প্রযুক্তিগত সমাধান তখনই টেকসই হয়, যখন তার সঙ্গে অর্থনৈতিক বাস্তবতা, পরিবেশগত প্রভাব এবং মানুষের প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও মানবিক জ্ঞান পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই আমি আইইউবির শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখতে চাই। আমরা এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করতে এবং অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করতে শেখে। গবেষণা, উদ্ভাবন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমাজের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ এই প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আইইউবির ২৭তম সমাবর্তনে উপস্থিত থেকে স্নাতকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, আইইউবির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং ইএসটিসিডিটির অব্যাহত সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিষ্ঠা ও নিরলস প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

স্নাতকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, অর্জিত জ্ঞানকে কেবল ব্যক্তিগত সাফল্যের উপকরণ হিসেবে নয়, মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং একটি টেকসই ও ন্যায়সংগত ভবিষ্যৎ নির্মাণের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করবে। সবার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং আইইউবির ২৭তম সমাবর্তনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপক ম. তামিম

Pro-Vice Chancellor
Independent University, Bangladesh



It is a profound privilege to congratulate the 2026 graduating class of Independent University, Bangladesh (IUB). As we celebrate IUB's 27th Convocation, I also acknowledge the supportive families, faculty, staff, and trustees who have been instrumental in bringing the university and its graduates to this momentous and historic occasion.

IUB is built upon foundations of teaching-excellence, effective learning environments, research innovation, personal development, and a sincere drive for understanding and improving our local and global communities. The university is committed to principles of critical and creative thinking, intellectual curiosity, and adaptability.

As one of the leading private universities in Bangladesh, IUB serves its current students and alumni with firm assurances that we actively protect, grow, and enhance the IUB brand. As you go forth into the labor market and other ventures, you are ambassadors of the university. Your successes directly reflect upon the university and the education that you received at IUB.

To our new graduates, today you become members of the IUB alumni community. With this new identity, you join a prestigious group of those who came before. Your character, integrity, and engagement as alumni with IUB and its student populations helps to shape our university's impact and reputation into the future.

I encourage you to remain curious, embrace lifelong learning, and use your education to make meaningful contributions to the lives of those around you. I wish you well as you go beyond the 27th Convocation and use your education for good as IUB alumni.

Prof. Dr. Daniel W. Lund

BIOGRAPHY OF THE CONVOCATION SPEAKER



Dr. Ainun Nishat

Dr. Ainun Nishat's career spans more than five decades of work on the water management, rivers training, nature and ecosystems conservation, flood and disaster management and climate challenges that shape Bangladesh's development. A civil engineer by training with specialization in water sector, he has worked across academia, government advisory bodies, and international development agencies, connecting scientific research with decisions about water security, environmental protection, and people's livelihoods.

As Professor Emeritus and Advisor at the Centre for Climate Change and Environmental Research (C3ER), BRAC University, he guides research and policy engagement on climate adaptation, climate finance, disaster risk reduction, and environmental governance. His approach draws on a career spent examining how environmental change affects communities and how institutions can respond.

Dr. Nishat previously served as Vice Chancellor of BRAC University, Country Representative of IUCN Bangladesh, Senior Advisor for Climate Change at IUCN Asia, and Professor at Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET). As an Adjunct Professor, he was involved with several national and international universities. These roles brought together distinct responsibilities: educating engineers and professionals, leading institutions, advancing conservation, and advising on climate and development policy. Water has remained a central thread throughout his work. As a member of the Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission from 1982 to 1999, he was involved in the institutional processes surrounding shared river management in the region.

Dr. Nishat earned his bachelor's and master's degrees in Civil Engineering from BUET in 1969 and 1975, respectively, and completed his PhD in Civil Engineering at the University of Strathclyde, United Kingdom, in 1981, researching alluvial channels. He is a Fellow of the Institution of Engineers, Bangladesh.

THE 27TH CONVOCATION AT A GLANCE

Total Number of Graduates:	**2067**
Graduate Level:	**323**
Undergraduate Level:	**1744**

TOP PERFORMERS (Graduate Level)

Top Achiever's Awards	04

CGPA: 4.00 (on a scale of 4.00)

TOP PERFORMERS (Undergraduate Level)

Chancellor's Gold Medal	03
Summa Cum Laude	23
Magna Cum Laude	74
Cum Laude	154

GRADUATING STUDENTS OF THE 27TH CONVOCATION

Name of School	Graduate	Undergraduate
School of Business and Entrepreneurship	147	838
School of Engineering, Technology and Sciences	26	474
School of Environment and Life Sciences	58	154
School of Law	07	79
School of Liberal Arts and Social Sciences	44	104
School of Pharmacy and Public Health	41	95
Total	323	1744

BOARD OF TRUSTEES (BoT)

Mr. Didar A Husain
Chairman, BoT, IUB
Chairman, Rahim Textile Mills PLC

Mr. A K Ashraf Uddin Ahmed
Chairman, Ashraf Group

Dr. Husne Ara Ali
Vice Chairman, ESTCDT
Artist & Writer

Mr. Rashed Chowdhury
Former Chairman, BoT, IUB
Chairman, ABC Building Products Ltd.
Chairman, MTB PLC
Chairman, Banga Garments Limited

Mr. A Matin Chowdhury
Former Chairman, BoT, IUB
Former Chairman, ESTCDT
Managing Director, New Asia Ltd.

Mr. Ismail Dobash
Managing Director,
Uni-Asia Textile Ltd.

Mr. Javed Hosein
Managing Director,
GalenTek Ltd.

Mr. Mirza Salman Ispahani
Chairman, M M Ispahani Ltd.

Mr. Altamash Kabir
Editor, Daily Sangbad
President, Dhaka Club Limited

Mr. Aminur Reza Khan
Businessman

Mr. Mohammad Zakaria Khan
Chairman, ESTCDT
Chairman, Cosco Group of Industries

Mrs. Yasmine Z Mahmud
Chairman, The Gramacy

Mr. Wajid Ali Khan Panni
Former Vice Chairman, ESTCDT
Former Deputy Minister and
High Commissioner

Mr. Saifur Rahman
Former Chairman, ESTCDT
Director, Transcom Limited

Mr. Abdul Hai Sarker
Former Chairman, BoT, IUB
Former Chairman, ESTCDT
Chairman & CEO, Purbani Group
Chairman, Dhaka Bank PLC
Chairman, Bangladesh Association of Banks (BAB)

Mr. Altaf Hossain Sarker
Managing Director,
Rahmat Textilles Ltd.

Mr. Towhid Samad
Former Chairman, BoT, IUB
Former Chairman, Bo